ভূতের বেগার

(রঙ্গনাট্য)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী ১০ই পৌষ ১৩১৫।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

১০ই পৌষ ১৩১৫। মূল্য ।০ আনা

পাত্র।

আনন্দ দুলাল	কলিকাতাবাসী মুচ্ছুদ্দী
মুরলী	ঐ পল্লীবাসী খুল্লতাত
মুকুন্দ	ঐ ভগিনীপতি
সঞ্জীব	আনন্দের পুত্র
নিতাই	সরকার
মাষ্টার	
সদা	আনন্দের খানসামা

ভৃত্য, উমেদারগণ, মহাজনগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি

পাত্রী।

শারদা	আনন্দের স্ত্রী
পাটলা	ঐ কন্যা
গৌরমণি	নিতাইয়ের স্ত্রী
ঝী	

উমেদার পত্নীগণ, রঙ্গিণীগণ ইত্যাদি

প্রস্তাবনা।

রঙ্গিণীগণ।

চাকরী চাকরী চাকরী (ওগো)
বাবুরা চাকরী নিয়ে গেছেন সহরে।
তাড়া তাড়ি বাড়ী ছেড়ে চাবি দিয়ে সদরে ॥
কলম পিশে দিবা রাত,
দুবেলা জোটেনা ভাত
বসে বসে গেঁটে বাত—(আফিসে)
(কেবল) লোক দেখানো দেঁতোর হাসি মাখা অধরে।
পয়সা দিয়ে হাতে মাটী দাঁতন কাটী
বাবুদের কান্নাহাটী এই বারে।
পয়সা খেয়ে ঢেঁকুর তোলা
পুষ্ট দেহ হলো সোলা—
বাবুয়ানা ষোল আনা ধার ক'রে—
(হেথা) বাবুর ঘরে বাঘের বাসা
চামচিকে আর ডাঁশ মশা
জন্মে গেল অশথ ছাদে ভিটেয় ঘু ঘু চরে।

ভূতের বেগার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শারদা ও আনন্দ।

আনন্দের বাটী।

আনন্দ। শারদা—শারদা—শারো—ও শা—

(শারদার প্রবেশ)

শারদা। কেন—আজ এত আদর করে ডাকা হচ্ছে কেন ?

আনন্দ। এইত প্রাণেশ্বরী নিষ্ঠুরের মতন কথা কইলে! কবে আমি তোমাকে আদর করতে কুণ্ঠিত হয়েছি।

শারদা। আজ কিছু বেশি রকমের আদর কিনা!

আনন্দ। আজ কিছু হবার কারণ আছে। বাউয়েল সাহেব আমাকে এবারে এজেণ্টো করে দিয়েছে।

শারদা। এজেণ্ট গিরিতে কি মাইনে ?

আনন্দ। মাইনে—বড়বাবুতে দুইশো টাকা মাহিনে পেয়েছি। এ একেবারে আটশো।

শারদা। কবে দেবে ?

আনন্দ। দেবে কি দিয়েছে।

শারদা। তা হলেত রক্ষা পাই—দুশোতে যে আর কুলুচ্ছেনা! জিনিষপত্র এত দুর্ম্মূল্য যে খরচপত্র সামলান দায় হয়ে উঠেছে।

আনন্দ। তাই বুঝেইত তোমার আশ্রয় নিচ্ছি।

শারদা। ওমা ওকি কথা বল—মাইনে বেশি হচ্ছে এত সুখেরই কথা। তাতে আশ্রয় দেব কি আবার।

আনন্দ। দেবার কারণ না থাকলে বলব কেন? দেখ এতকাল বড় ইজ্জতেই চলে আসছি, কিন্তু আর বুঝি থাকে না। আমার বাবা বলতেন আমি একটাকা ক'রে চালের মন দেখেছি; ময়দা ছিল দুটাকা মন, ঘী আড়াইসের টাকায়—খেসারি, মুসুর তখন মানুষে খেতোনা—এক টাকা পাঁচ সিকা মন। চারটে পয়সা খরচ করলে ঝুড়ি খানেক বাজার হ'ত। এখন কি না তেল দুসের টাকায়!

শারদা। তাই বা খাঁটী পাচ্ছ কই?

আনন্দ। তা হ'লেই ভাল বললে! খোরাক জোগানই ভার হয়েছে। তার ওপর গাড়ী ঘোড়া লোক-লৌকিকতা, নানা আসবাবের খরচ—মাসে মাসে দেনা হয়ে পড়ছে শারো—দেনা হয়ে পড়েছে।

শারদা। দেনা হয়ে পড়ছে—দেনাতো চেপেছে।

আনন্দ। তার ওপর মেয়ের বিবাহত আর রাখা যায় না। ডিপুটীর ছেলে সবে বিয়ে পড়ছে—পাস করতে পারে কি না তার ঠিক নেই—দশহাজার টাকা চেয়ে বসেছে।

শারদা। দশহাজার এখন কোথা থেকে দেবে।

আনন্দ। তাতো ভগবান মুখ তুলে চাইছেন। এই বছরেই মেয়ের বিয়ের কিনারা করব। আটশো মাইনে, তারওপর কমিসনে ও এতে তাতে আরও পাঁচশো ধর। বারো চোদ্দশো টাকা কেউ ঘুচুচ্ছে না। সাহেব কাজ আগে থাকতেই একরকম দিয়েছে। আমি একরকম আফিস ফেঁদেছি।

শারদা। আফিস ফেঁদেছো! তার মানে কি? তবে কি তুমি ও আফিসে কাজ করবে না।

আনন্দ। ওই আফিসেই কাজ করব বই কি? তবে সাহেবেরা যেমন এক এক ডিপার্টমেণ্টোর কর্ত্তা—আমিও তেমনি এক ডিপার্টমেণ্টোর কর্ত্তা। আমি আমার ডিপার্টমেণ্টোতে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধেতা। লোক বাহাল করতে, ছাড়াতে—যা যখন মনে করব, তাই করবো। কেউ তাতে আপত্তি করতে পারবে না।

শারদা। সাহেবেরাও নয়?

আনন্দ। কেউ নয়। আমার কথার ওপর কথা কইতে কেউ নেই। বরং সাহেবদের সময়ে সময়ে আমার হুকুম শুনতে হবে।

শারদা। বলকি গো। এমন চাকরী—

আনন্দ। শারদা—শারো—শা এখন আমি দেখেছি সাপের পাঁচ পা—আমি এজেণ্টো, আর তুমি এজেণ্টিনা, অর্থাৎ কেরাণী রাজ্যের রাণী।

শারদা। তাই বল—কালীঘাটে পূজো দিয়ে আসি।

আনন্দ। প্রথম মাইনে যে দিন পাব শারদা—সেই দিন। আজ, আমার মাথায় ছুঁইয়ে টাকা একটা তুলে রাখ—আর মাস খানেক ধরে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি বেঁচে থাকি।

শারদা। ওকি কর—ছি! ছেলে মেয়ের বুদ্ধি হয়েছে—এখনি এসে দেখে ফেলবে। তা এমন শুভসংবাদ দিতে এসে—তাতে আশ্রয় নিচ্ছি বলছিলে কেন? শুনে আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠেছে। কত রঙ্গই জান।

আনন্দ। আশ্রয় নিচ্ছি—সেটা ঠীক। কিন্তু তাতে একটু গোল আছে। তাতে কিছু টাকা ডিপজিট দিতে হবে।

শারদা। কত টাকা ?

আনন্দ। পঞ্চাশহাজার টাকা।

শারদা। ওমা! এত টাকা!

আনন্দ। একি আর টাকা ? একলাখ দেড়লাখ টাকার কমে কি আর এজেণ্টোগিরি হয়। পাঁচ সাতলাখ টাকা আমার হাতদে চলাচল করবে। বিনা জামিনে বিশ্বাস করবে কেন ? সাহেবেরা বড় অনুগ্রহ করে আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিনে কাজটা দিচ্ছে। আমার আগে মদনলাহা মুচ্ছুদ্দি গিরি করে, চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে।

শারদা। গেছে বললে যে। মদন লাহা কি মরে গেছে!

আনন্দ। মরে না গেলে কি আর বেনেব পো চাকরী ছাড়ে! তার ছেলেরা লাখটাকা জামিন নিয়ে হাজির হ'ল। কিন্তু সাহেব তাদের না দিয়ে আমাকে দিলে। কি অনুগ্রহ শারদা কি অনুগ্রহ—তা আর তোমাকে কি বলব।

শারদা। অনুগ্রহত বুঝলুম। কিন্তু এখন টাকা না দিতে পারলেত অনুগ্রহ নয়। টাকা কোথায় পাবে ?

আনন্দ। নিতাই সরকার আমাকে বাইরে থেকে ত্রিশহাজার জোগাড় কোরে দিচ্ছে—শুধু বিশহাজারের অনাটন। তাই তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার নামে যে কোম্পানীর কাগজ কখানা আছে, তাই দিলেই আমি একেবারে এজেণ্টো হয়ে গ্যাট হয়ে জেঁকে বসি।—চিন্তা ক'র না—দোহাই শারদা এতে চিন্তার কিছু নেই।

শারদা। আমার আবার চিন্তা কি! তোমারই দেওয়া টাকা তুমি নেবে তাতে আমি চিন্তা করবো কেন ? তবে কি জান

সব টাকা ঘর থেকে বার করবে, তার ওপরে দেনা। তোমার চাকরীটে কি আমি বুঝতে পারছি না।

আনন্দ। সে তোমায় কিছু বুঝতে হবেনা। আগে যাকে বলত মুছুদ্দিগিরি, বুঝেছ—তবে সেটা দিশি চাকরী আর এটা বিলিতি।

শারদা। ওমা! তাই বল মুছুদ্দী—তা টাকা কবে দিতে হবে?

আনন্দ। কথা হয়ে রইল · তারপর নেবার সময় নেবো।

নিতাই। (নেপথ্যে) বাবু! বাবু!—

আনন্দ। কি নিতাই এসেছ! (নিতায়ের প্রবেশ) কি খবর?

নিতাই। ভারী মজার খবর! বাউয়েল সাহেবের বেলি চুঁই-চুঁই। কেও—মা—ভারী মজা মা! ভারী মজা! আমি পশ্চিম দিকের গুদোমের ভুষিমালগুলো সাফ করতে গেছি, এমন সময় দেখি বড় সাহেব বাড়ীর বারাণ্ডার সামনে গঙ্গার ধারে পাইচারি করছে। আপনার আশীর্ব্বাদে আমাকে সাহেব বড়ই অনুগ্রহ করে কিনা— আমি পাটিপে পাটিপে পাশ কাটিয়ে যাব মনে করছি, কিন্তু যাবার যোকি তার বেরাল চোক—বন বন ঘুরচে—টপ ক'রে আমাকে দেখে ফেললে! দেখেই বলে—ন্যাটাই—ন্যাটাই—আমি যেন শুনতে পাইনি এমনি করে মাথা ফিরিয়ে গঙ্গাবাগে চেয়ে রইলুম। আর পেছন থেকে বলবকি বাবু—বলব কি মা—বেরালে যেমন ইঁদুর ধরে তেমনি ক'রে বড় সাহেব টপ্ করে এসে থপ্ ক'রে আমার ঘাড়টা ধরে তুলে ফেললে। তুলেই বললে—এই ইউ গাধা উল্লুক, বদমাস ন্যাটাই— ন্যাটাইতো—ন্যাটাই—শালার হাতে পড়ে আমি বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলুম। সাহেব হোহো ক'রে হেসে বললে—কি ন্যাটাই তোমার বাবুটো এজেণ্টো হইল তাতে তোমার কি হইল? আমি বললুম, আমার ত সবই হইল হুজুর—কিনা হইল। বাবুরইত খাচ্ছি।

সাহেব বললে তুমিটো খাচ্ছ—আমাকে কি খাওয়াচ্ছ ? আমি বললুম কি খেতে চাও হুজুর ! মণিব ত আমার খাওয়াতে কাতর নয়। সাহেব বললে বেশ আমাকে খৃষ্টমাসে কিছু তিতির খিলাও। আমি বললুম, তার আর ভাবনা কি !—হবে—।

আনন্দ। বটে ! সাহেব খেতে চেয়েছে !

নিতাই। দেশে উইচিংড়ি খেতো, এখানে শোলা বটের খেয়ে খেয়ে পেটটা—এতখানি ফুলিয়ে ফেলেছে।

আনন্দ। বেশ বড়দিনে তাহ'লে সওগাদের ব্যবস্থা কর।

নিতাই। হুকুম হ'লেই করব—সাহেব কি কি খেতে চায়, আগে জেনে আসি ; তারপর আপনাকে বলবো।

আনন্দ। তাহলে আর দেরী করনা—কি খেতে সাহেব পছন্দ করে জেনে এস। শারদা এখন আমি তা হলে চললুম ; সময় হ'লে বলবো।—

(উভয়ের প্রস্থান)

শারদা। কি করবো, ওঁরই টাকা—নিষেধ করতে পারি না। নইলে এত টাকা আমানত রেখে চাকরী করা আমার কেমন পছন্দ হচ্ছেনা। ওরা বসন্তের কোকিল যতক্ষণ সুবাতাস ততক্ষণ আছে, একটু জাড় লাগলে কোথায় উধাও হয়ে যাবে তার ঠিক্ কি ! যাক্ উনিইত উপার্জ্জক—কিন্তু এত উপার্জ্জন ক'রে হল কি ! একি ছাই যা আসছে তাতেই কুলোয়না। বাইরে ঠমক বজায় রেখেছি, আর কোনও রকমে কাগজ ক'খানি আটকে রেখেছি। নইলে ধরতে গেলেত কিছুই নেই। ওঁর শরীরের ওপর নির্ভর—আজ চাকরী গেলে কাল হাহা ! তাইত ক্রমে ক্রমে দেশের অবস্থা হল কি ! সব কথা কি ওঁকে বলি—এই খুচরো হাত খরচ তারই নাগাড়

মারতে পারি না। আমার এই টাকাতেই এই—আর যারা বিশ পঁচিশ টাকার চাকরীতে পাঁচ সাতটী পোষণ করে তাদের কি করে চলে—(নেপথ্যে কোলাহল) ওরে গোলমাল কিসেররে—গোলমাল কিসের? ওঝী-ঝী! (ঝীর প্রবেশ)

ঝী। ওগো বাবুকে মেরে ফেললে—ওগো বাবুকে মেরে ফেললে!

শারদা। মেরে ফেললে কিরে! কে মারলেরে—কে মারলে রে!—

ঝী। ওগো দেখবে এসগো—ওগো সর্ব্বনাশ—কি হ'ল গো!

শারদা। কে মারলে রে?

ঝী। ওগো একদল গুণ্ডা—কিল ঘুষী চড় চাপড়—কি হ'ল গো?

শারদা। সেকিবে! সেকিবে! মেরে ফেললে কিরে?

ঝী। ওগো দেখবে এসগো—কি হল গো!

শারদা। ওমা—একি হল!



দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

উমেদার পত্নীগণ।

উঠে বিছানা থেকে, জল দিয়ে গো চোখে,
বাবুরা বেরিয়ে গেছে রুখে।
খুদ কুঁড়ো যে যেখানে যা
পায়ের উপর দিয়ে পা
(বাবু) সব খেয়েছে ব'সে ব'সে বিষয় দেছে ফুঁকে।
এখন ঘরে অষ্ঠ রম্ভা
যা করেন মা জগদম্বা
শুনবে যেথা চাকরী খালি প'ড়বে সেথা তাল ঠুকে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

আনন্দের বহির্ব্বাটী।

আনন্দ ও তৎপশ্চাৎ উমেদারগণ।

সকলে। বাবু আমাদের এজেণ্টো—বাবু আমাদের এজেণ্টো!

আনন্দ। যাও—যাও—চলে চাও—এখন যাও—এখন আমি কারও কথা শুনতে পারবো না।

সকলে। (বাবুর জয় হ'ক ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হ'ক। দয়া কর বাবু দয়া কর। পাঁচ ছেলে সাত মেয়ে না খেয়ে মরে যাবে—ঘরে বুড়ো মা—ইত্যাদি আবেদন)

আনন্দ। এখন যাও এখন যাও—এর পর শুনবো।

(কেহ আনন্দের হাত ধরিল, কেহ পৈতা জড়াইল, কেহ পা ধরিল, আনন্দ পড়িয়া গেল। আনন্দকে ঘেরিয়া কেহ নৃত্য করিতে লাগিল)

আনন্দ। আঃ ছাড়—হাঁপিয়ে মবি ছাড়।

সকলে। কি আনন্দ—কি আনন্দ কি আ—(বারবারউচ্চারণ)

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। হাঁ-হাঁ—বাবুর হাঁফ এসেছে—হাঁফ এসেছে।

আনন্দ। ওরে বেটা সদা! সদা—

নিতাই। ভাগো-ভাগো—বাবুকে—হাঁফ ছাড়তে দাও—হাঁফ ছাড়তে দাও।

(বেগে ঝী ও শারদার প্রবেশ)

ঝী। ওই দেখ গো—মেরে ফেলেছে গো! মেরে ফেলেছে গো!

শারদা। তাই ত! একি! ওরে কে আছিস্—বাবুকে মেরে ফেললে যেরে।

১ম উ। ওরে মা!

সকলে। ওরে মা-মা—অন্নপূর্ণা মা!

১ম উ। সে কি মা! আমরা মেরে ফেলবো কি মা! বাবু আমাদের প্রাণ—আমাদের অন্নদাতা! আমরা বাবুর সেবা করছি।

আনন্দ। ওরে সদা—হারামজাদা পাজী গাধা সদা—

নিতাই। যাও—এখন নয় ভাগো ভাগো!

(সদারামের লাঠী লইয়া প্রবেশ)

সদা। কি, বাবুকে কে মারে—উমেদারী করতে এসে বাবুকে খুন করতে এসেছ। ভাগো-ভাগো!

(উমেদারগণের প্রস্থান)

শারদা। কি, ব্যাপারখানা কি!

নিতাই। কিছু নয় মা! ও সব বাবুর আফিসের উমেদার। আরও কত আসবে—বাবু আমাদের এজেণ্ট! মা কত আস্‌বে—

শারদা। আসবে বলে কি এমনি ক'রে উৎপীড়ন করবে।

নিতাই। এখন উৎপীড়নের হয়েছে কি মা! অত্যাচার ত এখন সব পড়ে রয়েছে। এর পরে দেখবে পা চেটে বাবুর পায়ের একপুরু ছাল তুলে দেবে। বাবুর কি আর যে সে পায়। লাখোর ভেতর দুএকজনের এরকম পায়া হয়।

শারদা। (আনন্দকে ধরিয়া) লেগেছে কি?

আনন্দ। হারামজাদা! সদা!

সদা। বাবু!

আনন্দ। তোকে না বারণ করেছি, আমার হুকুম না নিয়ে কাউকে ছাড়বিনি!

সদা। কাউকেও ত ছাড়িনি বাবু!

আনন্দ। ওরা তবে বাড়ীতে ঢুকলো কি করে?

সদা। ওরা ক্ষ্যাপেছে—ওরা কি মানা মানে। আটকে দিলাম ত তড়াক তড়াক ক'রে মাথা ডিঙ্গিয়ে চলে এলো।

ঝী। মাথা ডিঙ্গিয়ে এলো! ব্যাটা বাঙ্গাল—কলকেতার তিরকুটবিচি খেয়ে রস হয়েছে! ন্যাকা বোঝাতে এসেছো।

নিতাই। আহা হা,! মূর্খ্ মূর্খ্—বাবুর এত মান বুঝতে পারেনি। মূর্খ্—মূর্খ্—

ঝী। হ্যাঁ বুঝতে পারেনি—ব্যাটা ঘুষ খেয়েছে—পয়সা নিয়ে ওদের ছেড়ে দিয়েছে। ব্যাটা বাঙ্গাল।

সদা। দেখ্ বেটী গাল দিসনি—দেখদেখি মা! মিনি অপরাধে আমারে গাল পারছে।

শারদা। যা—বাইরে যা! এমন ক'রে আর ঢুকতে দিস্‌নি—বাবুর যে প্রাণ গিছলো।

আনন্দ। গিয়েছিল কি গিয়েছে—ও বাবা! মুচ্ছুদ্দী হওয়া ত বড়ই বিপদ! মারো—ধরো—আর মনে মনে আমার অবস্থাটা ঠিক কর।

শারদা। তা ভগবান তোমার কাছে পাঁচজনের অন্নের জোগাড় রেখেছেন, তারা আসবে না?

নিতাই। এই আমার মা না হ'লে এ কথা বলে কে—মা আমার অন্নপূর্ণা। আসবার জন্যে ভগবান বাবুকে বড় করেছেন, আসবে না! পা চাটার চোটে পা ক্ষয়ে যেদিন বাবু হাঁটুতে হাঁটবেন, সেই দিন মুচ্ছুদ্দিগিরি মানাবে।

আনন্দ। দেখ্ সদা! এবারে যদি আমাকে না জানিয়ে হুট্ বলে মানুষ ঢোকাস্, তা হ'লে তোমার বরতরফ।

শারদা। নাও—ওঠ।

ঝী। শুধু বরতরফ—ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দেবো।

(শারদা ও ঝী আনন্দকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

আনন্দ। আর দেখ্ এবার থেকে আমাকে বাবু বল্‌বিনি—হুজুর বলবি!—

সদা। য্যা আজ্ঞে! হুজুর ত কই।

আনন্দ। কই না—কেবল হুজুর কইবি—বাবু বল্লেই জরিমানা।

নিতাই। আর খোকা বাবু কেবল্‌বি—ছোট হুজুর—খুকী বাবুকে বল্‌বি মিশিবাবা।

সদা। য্যা আজ্ঞে।

আনন্দ। শুধু য্যা আজ্ঞা নয়—মনে করে রাখ্—

সদা। রাখছি।

নিতাই। আর মাকে মেম সাহেব বলবি। আর ঝী বেটীকে বলবি আয়া।

ঝী। পোড়া কপাল! আয়া তোর মাগ হোক—আমি বষ্টুমের মেয়ে আয়া হ'তে যাবক্ কেনে?

নিতাই। কাজে হবি কি বেটী, নামে হবি। কাপড়খানা একটু ঘেরাটোপ করে পরবি।

ঝী। না বাবু! আমি আয়া হতে পারবো নি।

শারদা। মেমসাহেব হ'ব কিগো! হিঁদুর মেয়ে ও সব কি!

আনন্দ। হ'তে হবে। ব্যাপারখানা কি বুঝতে পারছ না—আমার সম্পদটা কি হ'ল দেখলেনা—এ কি যে সে বাঙ্গালীর হয়! উমেদারী করে পা ধ'রে ধ'রে চরণটা খোঁড়া ক'রে দিয়ে গেল!

শারদা। চল—চল—পায়ে চূণ হলুদ দিইগে। আহা হা পা-টা ভেঙ্গে দিয়ে গেল গা!

আনন্দ। এতে বোঝ শারো—বোঝ—দেশটার কি অবস্থা হয়েছে বোঝ।

(নিতাই ইঙ্গিতে ঘুষের অংশ লইবার চেষ্টা—উভয়ের ইঙ্গিতাভিনয়)

আনন্দ। আর দেখ নিতাই, একটা শ্বেত পাথরে আমার নাম খুদিয়া আন, এন, ডি বানরজী। আনন্দ নামটা পাড়াগেঁয়ে পাড়াগেঁয়ে, ও আর রাখছি না।

চতুর্থ দৃশ্য।

হেদোর ধার।

সহর রঙ্গিণীগণ।

সুখ এলো আর গেল।
দৈত্যের হাসি হেসে যেমন সৌদামিনী মিলালো॥
সোণা দানা পর'বো ব'লে এলুম সহরে,
কুলের মুখে কালী দিয়ে বুচ্‌কি নিয়ে—
বেল তলাদে কুল তলাদে রাত দুপুরে আঁধারে—
এসে দু'দিন তুম তুড়াকি—দেহ ফুলে হোল গোলালো।
তার পরেতেই তারক নাথ—
হবিষ্যি আর পান্তা ভাত—
তারাগোণা সারারাত একি হায় হোল॥
হ'লো পা সরু আর হাত নলু
পেট গজন্দর গাল ফুলু,
এবার, একটু খানি চড়্‌লে মাত্রা যাত্রা ফুর্‌লো॥

পঞ্চম দৃশ্য।

রাস্তা।

মুরলীধর ও মুকুন্দ।

মুরলী। ও মুখুজ্যা! এ হইল কি! এত করিয়াও ত আনন্দের সন্ধান পাইলাম না।

মুকুন্দ। ব্যস্ত হও ক্যান! একি তোমার কোতলপুর যে দেশের মানুষ সপ্তগ্রামবাসীর সংবাদ রাখবে। এ কলকত্তা—এখানে এ বারি ও বারির সমাচার রাখে না।

মুরলী। তবেই ত বিপদের কথা হইল মুখুজ্যা। আনন্দের যদ্যপি পীড়া হয় ত প্রতিবাসীতেও সংবাদ রাখবেন না। আনন্দ বাঁচিবেন ক্যাম্বা।

মুকুন্দ। যখন আনন্দ এ দেশে বাস করচে—তখন একটা বেবস্থ ত হইচে। তুমি আনন্দ আনন্দ করিয়া বাউরা হইচ আনন্দ তোমার কি সংবাদ রাখচে।

মুরলী। আহে ভাই—মায়া নীচগামিনী হইয়া সর্ব্বেব নষ্ট করচে। আমি আনন্দ আনন্দ করিয়া উন্মাদ হইলাম, আনন্দ হইবেন ক্যান? শাস্ত্রত এমন কথা লিখছে না।

মুকুন্দ। ক্ষণেক এইস্থানে অপেক্ষা কর। আমি একটু অগ্রসর হইয়া সন্ধান লইয়া আসি।

মুরলী। সাবধান হইয়া পথ চলবেন। পথে পদ বারাইলাম তো বিপদ যেন হাজার বদন বাহির করিয়া আমাগোর গ্রাস করবার লগে ছুটিয়া আইল। রক্ষা কর গোবিন্দ—এমন দেশেও মানুষে বাস করতি আইসে। সম্মুখে দেখলাম ত পশ্চাতে গুতা খাইলাম—

পশ্চাতে চাইলাম ত অমনি এক শালা ঘারে—যেমন ব্যাঘ্র হরিণ শিকার করে—এমনি করিয়া ঝাপাইয়া পড়লো।—পথের মধ্যেতো ধর্ম্মরাজ হা করিয়া আর চিত্রগুপ্ত খাতা খুলিয়া বসিয়া। পা দিলাম তো ব্যাঁতির মধ্যে চললাম। যম নানা মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষ খাবার লেগে ছুটাছুটি করচে। ছ্যাকরা ঘব ঘর করচে, ট্যারামারা ট্যাং ট্যাং করচে—আবার এক শালা বুনা শুকরের মতন ভোঁ ভোঁ করিয়া ফরর্ করিয়া ছুটিয়া চলছে—হা মুকুন্দ মুখুয্যা – কইবার পার, আমাগোর দ্যাশে যম-রাজার এত আধিপত্য হইল ক্যান? বাঙ্গালী কি মরিয়া বুত হইবা।

মুকুন্দ। আরে মরচে কই! তুমি কেবল মরবারই ত্যাখো—যেমন শালার হাওয়ার গারি ভোঁ করিয়া আইচে, অমনি রাহিজন পোঁ করিয়া পালাইচে—এ তো যমে মানষে লুকোচুরি হইচে। মরচে কই! মরণ হইলে ত ভালোই হইত। টাকাগুলোর শ্রাদ্ধ হইছে দেখিচ না! আমাগোব রাধানগরে রতিসার পুত্তি পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটা হাওয়ার গারি আনলো—গারি আনিয়া ঝ্যামন শালার পুত্ তার উপর আরোহণ করলো—অমনি বোঁ বোঁ করিয়া গারি ছুটলো। আমাগোর দেশ ত আর কলকাত্তা নয়—ঝ্যামন বোকা ছাওয়াল ফূর্ত্তি করিয়া গারীর মোর ফিরাইতি যাইবন, অমনি ঝপাঙ করিয়া এক ডোবার মধ্যে—গারি এমনি হইয়া—বাবাজী এমনি হইয়া—আর শালার চালক তেমনি হইয়া পঙ্কের মধ্যে—বাবাজীউরা পঙ্কমাথা বুত হইয়া—মাথা হেঁট করিয়া ঘরের ছাওয়াল ঘরেই ফিরলো—পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ন দেবায় ন ধর্ম্মায়—জলসাৎ হইল। বাঁরুয্যা আমাগোর দেশে কি আর মানুষ আছে। কতকগুলা নাবালকে দেশ ভরিয়া গেছে। যা নূতন

দেখবেন, অমনি অন্ধ হইয়া তাই কিনিবার লগে ছুটিবেন—ওই পঞ্চাশ সহস্রে অন্ততঃ দশটা দিঘী খনন হইত—দেশের প্রজা জল খাইয়া বাচিয়া যাইত।

মুরলী। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণের জন্ম হইল—আর পৌষ মাসে হইল কৃষ্ণমাস—এ হইল কি মুকুন্দ! পাঁজি পুথি কি ওলট হইয়া গেল—

মুকুন্দ। তাতে হইচে কি—পূজা নাই—পার্ব্বণ নাই—কেবল আমাগোর দেশের কমলার শ্রাদ্ধ হইছে। লন, অপেক্ষা করেন, আমি একটু আগু বাড়াইয়া তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সন্ধান করি।

মুরলী। সন্ধান মিলে ত রইব। নতুবা অদ্যই পাপ কলিকাত্তা ত্যাগ করিয়া কাশী যাইব। আব এখানে রইব না। কালীদর্শন হইল—মা গঙ্গায় প্রাণ ভরিয়া অবগাহন হইল, আর এখানে রইবার প্রয়োজন কি!

মুকুন্দ। ক্রুদ্ধ হও ক্যান—মরণান্তে পিণ্ড পাইবেন—ভ্রাতুষ্পুত্রেন পুনতা—পত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইলে কাম চলিবেন ক্যাম্বা।

মুরলী। আরে থোও পুত্র! আমি মরলাম কি বাঁচলাম—সেকি এযাবৎকাল সংবাদ লইল। জ্যেষ্ঠ কলকাত্তায় বিবাহ করলেন। আমাগোর ত্যাগ কবিয়া কলকত্তায় আইলেন। আমি চরণ ধরিয়া কতই না রোদন করচি—ভাই কথা না শুনিয়া স্ত্রীর মতলবে দেশ ত্যাগ করলেন। কলকাত্তি হইয়া, জোন্মস্থান ত্যাগ করলেন।

মুকুন্দ। আরে ছি! ভাই কি মানুষের কাজ করচে। আমরা বাল্য বন্ধু; আমগোর বিস্মৃত হইল!

মুরলী। কওত মুখুঝ্যা—মন কিসের লগে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি আসক্ত হইবে!

মুকুন্দ। তবে ভ্রাতুষ্পুত্র—পিণ্ডাধিকারী হইয়াই ত গোল বাধাইচে।

মুরলী। হঃ—ওইটাইতেই ত গণ্ডগোল বাধচে—আমি পলাতক হইবার পারছিনা। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী মৃত্যুকালে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করচেন, আনন্দকে বিষয় হইতে না বঞ্চিত করা হয়। একারণ আনন্দর সন্ধানে আইছি। নতুবা আমি ত পোষ্যপুত্র লইবার আকিঞ্চন করছিলাম—গৃহিণী কইল ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমানে পোষ্য লইবন ক্যান। অধর্ম্ম হইবা।

মুকুন্দ। তোমার গৃহিণীর গুণ কি একমুখে কইবার পারি—তিনি সাক্ষাৎ সতী ছিলেন—

মুরলী। আরে হইচে কি ভাই—আনন্দ যখন শিশু ছিল—তখন তার জননীর কঠিন পীরা হইছিল। ব্রাহ্মণী সেই সময় শিশু আনন্দকে বক্ষে করিয়া মানুষ করছিলেন—তদবধি মায়ামুগ্ধ হইয়া আনন্দের লেগে কাতর ছিলেন। মৃত্যুকালে আনন্দ আনন্দ করিয়া দেহত্যাগ করচেন।

মুকুন্দ। মৃত্যুর পর তিনি আনন্দই পাইছন।

মুরলী। সেই কারণে আনন্দের সন্ধান করছি। কতবার পত্র দিলাম আনন্দ উত্তর দিল না। আর দেখ মুখুয্যা জ্যেষ্ঠ কলকাত্তায় আসিয়া কি রাজত্ব পাইচে দেখাবার বরই কৌতুহল হইচে। আমিত পৈত্রিক সামান্য সম্পত্তি হইতে ব্যবসা তেজারতি করিয়া ত্রিশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি করলাম। তাই ভ্রাতুষ্পুত্র কি করলো জানিবার বরই কৌতুহল হইচে। শুনলাম ভাই বড় আপিসে চাকুরী করলেন—আনন্দও একটা বড় কোম্পানীর বড় বাবু হইবে—মুকুয্যা আমি চাষ ব্যবসায়ে কি করলাম আর

জ্যেষ্ঠ চাকরী করিয়া কি করলেন, একবার মিলাইব। দাদাত আমাগোর দুঃখী রাখিয়া চলিয়া আইছেন।

মুকুন্দ। তুমিত স্বনাম ধন্য ভাগ্যবান—তোমার তূল্য পুরুষ কয়টা আছে। ক্ষণেক অপেক্ষা করেন—আমি অগ্রসর হইয়া সন্ধান লই।

মুরলী। আমি যে ধনী হইছি একথা বেটারে কই নাই—ধনের সংবাদ পাইলে কত শালাব পুত আসিয়া আত্মীয় হইতে চায়। একারণ আনন্দকে ধনের সংবাদ দিই নাই।

মুকুন্দ। অপেক্ষা করেন—কুত্রাপি যাইবেন না—

মুরলী। সাবধানে যাইবা পথ হারাইলে, কাশীবাসের পরিবর্ত্তে হাঁসপাতাল বাস হইবে।

মুকুন্দ। আরে ভীত হও ক্যান—আমি হপ্তবার কলকাত্তায় আইচি।

(প্রস্থান)

মুরলী। এত ক্রোধ করছি, তবু মায়াতো ত্যাগ করতি পারছি না। হা গোবিন্দ! আনন্দের ঘরে কি আনন্দ লুকাইছ—কিছুই বুঝলাম না—নইলে কাশী যাইবার লেগে চরণ বারাইয়া পটলডাঙ্গার পঙ্কে মগ্ন হইছি। সর্ব্বত্রই পঙ্ক—শালার ডাঙ্গাকে পটোল কইলা কে! দুর্গন্ধে পথের মধ্যে দারাইবার সাধ্য কি—আনন্দ রে? তবু তোর লেগে জীবন্ত এই নরক ভোগ করছি। শুনছি আনন্দের পুত্রকন্যা হইচে—শালা আর শালীর জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ সাথে লইছি—আর মুখুজ্যেকে গোপন করিয়া লক্ষ মুদ্রার নোট পাকরীর মধ্যে রাখছি—পুত্রবধূকে দেখিয়া তার হস্তে দিয়া মুখদর্শন করবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নিতাইয়ের বাটীর স্বমুখের গলি।

(গৌরমণি, নিতাইচাঁদ)

নিতাই। পেটে খেতে পাচ্ছিস—মাগী এই ঢের। আবার সামিজ। মোট পোনেরো টাকা মাইনে তাতে তিনটে পেট খেতে—আট টাকা চালের মন। ভাগ্যে নন্দবাবুর নজরে পড়েছিলুম,তাইতে দুপয়সা এদিক ওদিক থেকে পেয়ে মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চলছি।

গৌর। তবে কি শীতে হি হি করে মরবো?

নিতাই। আরে পাগলী! এখন হগ সাহেবের বাজারে চলেছি। বাঁড়ুয্যে সাহেব সাহেবদের বড়দিনের ভেট দিবে। দু পাঁচজন ইয়ার বক্সীও থাবে। যে সব গরম গরম তাজা জিনিষ আনবো, তার কিছু কি বাড়ীতে না রেখে সব নিয়ে যাব। তার একটু আধটু মুখে দিলেই শরীর গরম হয়ে যাবে। এই পৌষের শীতে পাথার বাতাস খেতে হবে।

গৌর। পোড়া কপাল! সেই ম্লেচ্ছ জিনিষগুলো মুখে দিতে হবে।

নিতাই। আরে দুর পাগলী! ম্লেচ্ছ তোরে কে বললে—ভেড়ার মাংস গ্রামফেড-ছোলাথেকো খাঁটী নিরিমিষ—কপি, মটর, কমলা চিংড়ি একখানি খোলা—আঁশ নেই—এর ম্লেচ্ছ কোনখানটায়—তার ওপর পাটনেয়ে পেঁয়াজ—তোফা কালিয়া করবি বুঝলি।

গৌর। থু থু পেঁয়াজ কি হবে।

নিতাই। কেন, থু কেন? পাটনা—পাটলীপুত্র—রাজা

অশোকের রাজধানী—বাবা অহিংসা পরমোধর্ম্ম—থু কেন চাঁদ—পাটনাই পেঁয়াজের তুল্য নিরিমিষ পদার্থ কি জগতে আছে।

গৌর। না না ওসব চাইনা—তুমি আমার জন্য একটা সামিজ আর মেয়ের জন্য একটা ফেলানেলের ঘাঘরা আনবে।

নিতাই। দেখি যদি হিসেব ক'রে, পয়সা বাঁচে।

গৌর। ও আমি শুনতেই চাই না। যা আনবার তা আনবে—তা ছাড়া ওচুটী আনা চাইই-চাই।

নিতাই। আচ্ছা দেখা যাবে। তুই দরজা দে—

গৌর। দেখা যাবে নয়—তা হলে কি বাবুর মোসাহেবী কর।

নিতাই। দরজা দে—দরজা দে—কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

গৌর। থাক্‌না, আমি কি অন্যায় করছি।

নিতাই। ওরে বিদেশী—বিদেশী—ন্যায় অন্যায় বোঝে না—দেখলেই তুচ্ছ ভাববে।

গৌর। তা ভাবুক—হরিবাবু তার স্ত্রীর জন্যে পঞ্চাশ টাকা দে একটা পশমী বডি এনে দিয়েছে।

নিতাই। এনে দিয়েছে মাথা করেছে—কি করে এনেছে তা জানিস্?

গৌর। আমার জানবার দায় পড়ে গেছে।

নিতাই। সে কি গৌর—গৌর হে—আমি যে তোমার নিতাই চাঁদ। মন মজান গৌরমণি! তুমি যে আমার সহধর্ম্মিণী—আমার উদ্ধার কার্য্যে যে দু' একটা ঝড়তি পড়তি বাদ থাকবে, তার উদ্ধার যে তোমাকেই করতে হবে, তবে তোমার না জানলে চলবে কেন? কি করে এনেছে—একবার দেখবে! (হাণ্ডনোট বাহির করিয়া)

গৌর। কি ও—

নিতাই। আরে দেখনা—পড়তে শুনতে জান—ড্যাবডেবে চোক দুটো আছে পড় না।

গৌর। ওমা তোমারই কাছে!—হ্যাণ্ডনোট।

নিতাই। শুধু কি আমার কাছে—মোট পঞ্চাশ টাকা মাইনে—আট টাকা ছেলের মনে আটটা পেট খেতে, তাতে কি আর স্ত্রীর বড়িশ চলে—দেনায় চুল বিক্রী। আমি যদি অসময়ে মরি, তাহলে তোমাকেই যে হাম্‌রাই হয়ে মামলা করে টাকা আদায় করতে হবে!

গৌর। তা যদি জান—তা'হলে পোড়াকপালে মিনসে শুধু হাতে টাকা ধার দিলে কেন?

নিতাই। শুধু! দেখ না মাগী, তারপর হাউ চাউ করিস। এক বছরে শুদে টাকা আদায় হয়ে যাবে।

গৌর। দেখো, সাবধান থেকো—যেন আসল না মারা যায়।

নিতাই। সে তোমাকে বলতে হবে না। আমাকে কি তুমি হরিবাবুর মতন হতে দেখতে চাও। সে পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণী আর আমি পোনেরো টাকা মাইনের সরকার দু পয়সা উপরি আছে বলে, মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চলছি। নইলে দিন কাল যে রকম পড়েছে, তাতে চাকরীতে কি আর কারও পেট চলবে মনে করেছ। গৌরমণি এখন নাকে মুখে দুমুটো গুঁজে কোনও রকমে জীবন ধারণ কর। ওসব সামিজ কামিজের কথা ছেড়ে দরজা দাও। আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে।

(সদারামের প্রবেশ)

সদা। ও বাবু! তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ, হুজুর যে তম্বী করচে।

নিতাই। এই যে—এই যে—আমি একবারে শ্রীদুর্গা বলে পা বাড়িয়েছি দরজা দাও—দরজা দাও।

সদা। বাবু আপনকার সাথে কি একটা কইবে। তুমি শিগ্‌গির চল।

গৌর। তবে সুবিধেমত—যদি পার—না আনলেও দোষ নেই আনলেও নিষেধ নেই। (দ্বার রুদ্ধকরন)

নিতাই। সে তোমাকে বলতে হবে কেন।

সদা। কি আনবে বাবু?

নিতাই। আরে রাম বল কেন কও—ঝঞ্ঝাটের কথা কেন কও—মেয়েটার জন্য লবঞ্চুস আনতে হবে—এই তার ফরমাজ আর কি! নাও চল চল—বাবু কি বকছেন সদারাম?

সদা। আপনার যেতে বিলম্ব দেখে ব্যস্ত হচ্ছেন। বড় দিনে কাকে কি দিতে হবে তার ফর্দ্দ করবেন।

নিতাই। ফর্দ্দ ত পড়ে আছে, তার আবার করতে হবে কি—ড্যাপল সাহেব একশো লেবু—পাঁচটা বটের দুটো কাদাখোঁচা—বস্, বাউএল সাহেবেরও একটু হাঙ্গাম দুটো পেরু—দুশো বটের আর আড়াইটা ভেড়ায় তার টিফিন হবে। তা সব ঠিক করে দেবো—নাও চল চল—

(মুরলীর প্রবেশ)

মুরলী। মুশায় কইবার পারেন—

নিতাই। না বাবা এখন পারেন না।—এখন ক্রসমাসের বাজার করতে চলেছি। নে আয় সদা—

মুরলী। আরে বিটা কয় কি—একটা কথা কইবার অবসর নাই।—

নিতাই। না—না—বড়দিনের কথা কি মিনি পয়সায় হয়।

মুরলী। আরে ভাই—পৌষ মাসের দিন ত বৎসরের সকল দিন হইতে ছোট হইল—তবে বড়দিন হইল ক্যাম্বা—আমাগোর দেশের ছোট দিন কি কলকাত্তায় আসিয়া লম্বা হইল নাকি!

নিতাই। হইল বইকি মশায় একটা পুঁটে দিন কৃশ্চানের পরব—তাকে হিঁদু, মুসলমান, জৈন, পারসী, কৃশ্চান ভারতে যেখানে যে জাত আছে, সবাই প'ড়ে টান দিচ্ছে, কাজেই না বড় হয়ে আর করে কি! টানের চোটে রবারের মতন চড়চড় করে বেড়ে গেছে।

মুরলী। বেশ ভাই বেশ—শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম—আর তোমার পুত্র কন্যার খাদ্যের জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিলাম।

নিতাই। বা! এ ত ভারী মজার লোক—মশায় কোথায় আপনার যাওয়া হবে?

সদা। সে আমি পুছ করছি—আপনি যান।

নিতাই। আচ্ছা ভাই! তুমি এঁর সঙ্গে দু'টো কথা কও ত—মশায় দয়া করে আমাকে যা দিলেন এই আমার যথেষ্ট—

সদা। বলি যাওনা বাবু! (স্বগত) কেবল ফাঁক মারতে চাও।

নিতাই। আরে যেতে ত লেগেইছিরে! আমি কি দাঁড়িয়ে আছি। মশায় ব্রাহ্মণ—

মুরলী। হঃ—

নিতাই। প্রণাম—প্রণাম—

মুরলী। তোমার বধূ কি আনিবার আদেশ করছিল, আমি অন্তরালে দাঁড়াইয়া শুনলাম।

নিতাই। বটে—বটে!—সদা—সদা—ভাই! ঠাকুরকে ঘরে

নিয়ে যাও—আমার ঘরে নিয়ে যাও—ঠাকুর অন্তরালে বধূ দেখেছেন। স্ত্রীকে বল—ঠাকুর—আমার ঠাকুর—

মুরলী। তোমাদের কথা শুনলাম—শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। তুমি ত স্বামী—আবার পয়সা দিয়া স্বামী কিনিয়া আনিবে কি!

নিতাই। হা হা (হাস্য) রগড় আছে—বাবাঠাকুর ওতে একটু মজা আছে—এসে বলবো।

মুরলী। বেশ—ফিরিয়া আইস—ওই অর্থ বুঝিবার জন্য আমার কিছু কৌতুহল হইচে।

নিতাই। যে আজ্ঞে (প্রণাম) তাইত! কি সুপ্রভাত—কি সুপ্রভাত! আমার ত সত্য সত্যই বড়দিনরে!

(প্রস্থান)

সদা। এ ত দেখছি আমার দেশেরই লোক। আমি কিন্তু বাবুর কাছে থেকে কলকাত্তাই হইচি! ধরা দেওয়া হচ্ছেনা বাবা।

মুরলী। ওহে বাবু! তুমি কইবার পার, আনন্দ বারুয্যা থাকেন কনে?

সদা। আন্দো বারুজ্যে? তার বাড়ী কমনে?

মুরলী। পটলডাঙ্গায়—

সদা। পটলডাঙ্গায় ত তুশো আন্দো আছে—কোন গলি?

মুরলী। কোন গলি—অর্থ টা কি? সরু কও না প্রশস্ত কও?

সদা। গলির নাম কি?

মুরলী। হঃ—কও কি—এখানে কি গলির অন্নপ্রাশন, নামকরণ হয় নাকি?

সদা। হয় বই কি—

মুরলী। তবে ত সাবালক গলি, নাবালক গলি আছে!

সদা। আছে বইকি! ঠাকুর! গলির নাম না জানলে এখানে কেউ তোমাকে আনন্দ বারুয্যার কথা বলতি পারবে না।

(মুকুন্দের প্রবেশ)

মুরলী। ও মুকুষ্যা! আনন্দের সাক্ষাৎ যে ভার হইল!

মুকুন্দ। ভার হইবে না—মিলচে চলি আইস—

মুরলী। হা গোবিন্দ মিলচে! চলেন চলেন। হা গোবিন্দ! এতক্ষণ পরে সদয় হইলে—

মুকুন্দ। একটু সভ্য হইয়া চল—ব্যস্ত হইবেন না—তোমার ভ্রাতুস্পুত্র আনন্দ সভ্য—সাবধানে চলতে হইবে।

মুরলী। অগ্রে ত চলেন—পরে সাবধান হইব।

সদা। আনন্দ বারুয্যা আপনগর কেন্তা হয়?

মুরলী। ওরে শালা বাঙ্গাল তুমি কলকাত্তাই হইয়া আমাগোর সাথে চাতুরী করছ।

মুকুন্দ। আপনগর নিবাস?

সদা। আজ্ঞে পলাশপুর।

মুকুন্দ। পলাশপুর! ভীমভাঙ্গা পলাশপুর?

সদা। হঃ!

মুকুন্দ। পলাশপুরের কেডা—কার ছাওয়াল?

সদা। আজ্ঞে হারাধন পরামাণিক।

মুরলী। ও শালা! শালার বেটা শালা! তুই হারু নাপুতির বেটা। তুমি শালা আমার প্রজা—কলকাত্তাই হইয়া তুমি আমাগোর সাথে রহস্য করতিছ—

সদা। (ভূমিষ্ঠ হইয়া) আজ্ঞে রাজা ক্ষমা করেন। না বুঝে

কইছি—নাকে খৎ দিইচি—কর্ণ মর্দ্দন করছি—আপনগর গু খাইচি।

মুরলী। নে চল্—আনন্দ বারুয্যারে দেখাইবি চল্।

সদা। মুইয্যা ওনারে চিনিনা দেবতা!

মুকুন্দ। আরে আমি সন্ধান করছি, আসেন বারুয্যা আসেন।

উমেদারগণ ও স্ত্রীগণ।

পুরুষ। শুধু চাকরী চাকরী চাকরী—

স্ত্রী। বাবু ফ্যাটা বেঁধে নাটাই ঘুরে, দেখেন কেবল ফুল ঝুরী।

পুরুষ। করে পাঁচ পাঁচটা পাশ,

স্ত্রী। বাবু বিদ্যাতে হাঁস ফাঁস,

পুরুষ। (এখন) ডোর কোপিন আর বহির্ব্বাস—

স্ত্রী। বল হরিবোল হরিবোল হরি

পুরুষ। অনিত্য সংসার —
দারা পুত্র কর্ম্ম সূত্র হায়রে কেবা কার।

স্ত্রী। তবে পেট্‌টা বাধায় গণ্ডগোল
(তাই) সিঙে ফুকে বাজাই খোল,

সকলে। একটু খানি অলি গলি ঘুরি,
বলি হরিবোল হরিবোল হরি॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(আনন্দের বৈঠকখানা)

মাষ্টার, সঞ্জীব ও পাটলা।

মাষ্টার। নাও, ভাল ক'রে মুখস্থ কর। দেখো আজ ভুললে আমি তোমাকে বড়ই বকবো। নাও পাটলা! তুমি কেবল লিখতে থাক।

সঞ্জীব। কেন মাষ্টার মশায়। আমার কি মুখস্থ হয়নি।

মাষ্টার। খুব হয়েছে—হয়নি কি বলছি। তবে আরও মুখস্থ কর। কেবল মুখস্থ কর। ভূগোলটা একেবারে ঠোঁটের ডগায় করে রেখে দাও। একজামিনের সময় পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করতে না করতে যেন ফড়্ ফড়্ করে বেরিয়ে যায়।

সঞ্জীব। ও বাবা! ভূগোলটা কি লজঞ্চুস যে ঠোঁটের ডগায় ক'রে বসে থাকবো।

মাষ্টার। না পার, গিলে ফেল—গিলে ফেল।

সঞ্জীব। কি আমি কি রাক্ষস যে ভূগোল গিলে ফেলবো।

মাষ্টার। আরে বাবা আপাততঃ আপাততঃ—তোমার বাপ যতক্ষণ বাড়ী—তারপর উগরে ফেলো উগরে ফেলো।

সঞ্জীব। কি, ভূগোল কি সামান্য পদার্থ—তার ভেতরে কত দেশ কত মহাদেশ—দেশের ভেতর কত জঙ্গল—জঙ্গলে কত বাঘ ভাল্লুক—আমি ভূগোল গিলে ফেলবো!

মাষ্টার। আরে বাবা! ঘণ্টাখানেক পরে উগরে ফেলো!

সঞ্জীব। কি আমার তাতে গলা চিরে যাবে না।

মাষ্টার। কিছু হবে না বাবা! মুচ্ছুদ্দির ছেলে তুমি—এরপর পাটের গাঁট খেয়ে হজম করবে—তোমার ও সাধাগলা—ওতে খগোল ভূগোল গণ্ডগোল—সব সড় সড় করে চলে যাবে—কিছু বাধবে না। নাও বাবা পড়—দশটী টাকা মাসে পাই, তাতে কষ্টে স্৷ষ্টে বাসা খরচটী চালাই—কেন তাতে বাগড়া দাও।

সঞ্জীব। মাষ্টার মশাই—আমি মুচ্ছুদ্দি হ'লে আপনাকে বিল সরকার করে দেব।

মাষ্টার। দেবে বইকি বাবা! বেঁচে থাক—দেবে বইকি। তবে আমাকে এখন বাঁচিয়ে রাখ। একটু পড় বাবা পড়—

আনন্দ। (নেপথ্যে) সদা!

মাষ্টার। সর্ব্বনাশ করলে—পড় পড়—

আনন্দ। (নেপথ্যে) সদা!

ভৃত্য। (নেপথ্যে) হুজুর!

মাষ্টার। পড়ো - পড়ো—পড়ো—

সঞ্জীব। কোন খানটা পড়বো।

মাষ্টার। এই যে এইখানে পড়—বল ভলগা—ড্যানিয়ুব—

সঞ্জীব। ভলগা—ড্যানিয়ুব—ভলগা ড্যানিয়ুব—ভলগা ড্যানিয়ুব—ভলগা ড্যানিয়ুব।—(মুখস্থ করণ)

পাটলা। আমি কি লিখবো—দেখিয়ে দাওনা মাষ্টার মশায়—

মাষ্টার। আর লিখতে হবে না—তুমিও পড়—বল ন্যায্য শয্যা—

পাটলা। ন্যায্য শয্যা—ন্যায্য শয্যা। (মুখস্থ করণ)

(কাচা খোলা অবস্থায় আনন্দের প্রবেশ ও পশ্চাতে হুঁকা হাতে উড়িয়া ভৃত্য)

আনন্দ। দে তামাক দে—সদা বেটা কোথা গেল ?

ভৃত্য। মোরত স্মরণ নই অচ্ছি মুনিম।

আনন্দ। স্মরণ নই আচ্ছি—কি চক্ষু বুজে আছি! তাকে যে নিতাই বাবুকে খবর দিতে বলেছিলুম।

ভৃত্য। সংবাদ দেইকুত যাউচি। যাউকিরি পথে রাত্রিবাস করিছন্তি।

আনন্দ। তোমার মাথা করিছন্তি। তামাক দিয়ে শিগ্‌গির নিতাই বাবুকে ডেকে আন। সদা বেটা আফিসে খানসামা-গিরি করে, দুপয়সা পেয়ে তিলিয়েছে দেখছি। সকালেই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলুম। ব্যাটার বাঙ্গালের বার ফটকা রোগ হয়েছে! যা গামছা নিয়ে আয়।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

(আনন্দের পাদচারণ)

মাষ্টার। পড়—পড়—

সঞ্জীব। ভলগা ভ্যানিয়ুব।

মাষ্টার। আরে—ভলগা—ভলগা।

সঞ্জীব। ভলগা ভলগা।

পাটলা। ভলগা কি মাষ্টার মশায় ?

মাষ্টার। ভল্‌গা একটা নদী।

পাটলা। ভল্‌গা একটা নদী—ও বাবা! ভল্‌গা একটা নদী!

মাষ্টার। হাঁ—এই আমাদের গঙ্গা যেমন একটা নদী—

পাটলা। কোথায় মাষ্টার মশায় ?

মাষ্টার। দেখবে—দেখবে ?

পাটলা। দেখাওনা মাষ্টার মশায়।

মাষ্টাব। এই দেখ—(য়্যাটলাস খুলিয়া) এই ভল্‌গা—এই ড্যানিয়ুব।

পাটলা। ও বাবা—এই ভল্‌গা—মাষ্টার মশায় আমি ভলগায় চান করবো।

মাষ্টার। ও বাবা ! সর্দ্দি হবে—সর্দ্দি হবে—বড় ঠাণ্ডা জল—

সঞ্জীব। আমি সাঁতার কাটবো।

মাষ্টার। বাপ্‌! বড় বড় কুমীর হাঁকরে আছে।

আনন্দ। কি মাষ্টার, কি করছো ?

মাষ্টার। আজ্ঞে এই ভূগোল পড়াচ্ছি।

আনন্দ। ওরা কেমন পড়ছে ?

মষ্টার। আজ্ঞে পড়া কি--দুজনে পড়ে ভলগায় ঝাঁপাই ঝুড়ছে।

আনন্দ। বেশ, দুটো একটা কোশ্চান কর দেখি।

মাষ্টার। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে--বল্‌ত বাবা সঞ্জীব—পৃথিবীর উত্তরে কি ?

সঞ্জীব। উত্তরে উত্তর মহাসাগর।

মাষ্টার। বা ! বা ! বলে যাও বলে যাও—

সঞ্জীব। দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর—পূর্ব্বে পূর্ব্ব মহাসাগর—পশ্চিমে পশ্চিম মহাসাগর।

মাষ্টার। দেখছেন কি—একেবারে Blochman (ব্লক্‌ম্যান)। আচ্ছা মধ্যে ?

সঞ্জীব। ভূমধ্যসাগর।

মাষ্টার। শুনছেন হুজুর শুনছেন।

আনন্দ। আচ্ছা—পৃথিবীর উপরে ?

সঞ্জীব। পৃথিবীর উপরে ?—উপরে ?

আনন্দ। হাঁ হাঁ—বল বল—উপরে চেয়ো না—উপরে সব ফাঁক। নীচে চেয়ে বল।

সঞ্জীব। লোহিত সাগর।

মাষ্টার। শুনুন হুজুর—শুনুন।

আনন্দ। কি—উপরে লোহিত সাগর !

মাষ্টার। আজ্ঞে আপনি যে বেলায় ওঠেন, তাই জানতে পারেন না। একটু ভোর ভোর উঠে ওপরে চাবেন দেখি। দেখবেন সব লালে লাল।

আনন্দ। বেশ করে পড়াও।

মাষ্টার। বেশ করেইত পড়াচ্ছি হুজুর! ছেলে মেয়ে একেবারে মুগ্ধবোধ। তা হুজুব! গরীব আপনার আশ্রয় নিয়েছি—একটু খানি আফিসে যদি গোলামকে কাজ করে দেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর! মেম সাহেব আপনক ডাকুছন্তি।

আনন্দ। বেশ, আজ হাতে লেখা একটা দরখাস্ত নিয়ে আফিসে যেয়ো।

(ভৃত্য ও আনন্দের প্রস্থান)

মাষ্টার। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—পড়—পড়—সঞ্জীববাবু—মিশিবাবা পড়—English grammar is the art of

speaking ইংরাজী ব্যাকরণ হয় একটা কথা কইবার কৌশল—ও ভাষা তোদেরও নয় মোদেরও নয় রে বাবা! চার আনা পয়সা খরচ ক'রে চাকরীর সুবিধের জন্যে শিখা।

সঞ্জীব। কথা কইবার কৌশল! তা মাষ্টার মশায় গ্রামার না কিনে একটা গ্রামোফোন কিনলেই ত চলে।

পাটলা। হাঁ মাষ্টার মশায়—গ্রামোফোনে কত কথা কত গান!

মাষ্টার। তাই কিনেই পড়ো বাপধন—তোমাদের কি আর এ কটকটে কেতাব মুখস্থ করা সাজে! তা বাবা! একটু মনোযোগ দিয়ে পড়—আমি একবার বাসায় যাবো—হুজুর আজ কৃপা করবেন শুনলে ত—

সঞ্জীব। যান মাষ্টার মশাই, তাই যান। আপনার ভাল হ'লে আমরা সুখী হই।

পাটলা। হাঁ মাষ্টার মশাই—বাবার আফিসে আপনার চাকরী হ'লে আমরা বড় খুসী হব।

মাষ্টার। তা হবে বইকি বাবা! তোমরা বড় ঘরের সন্তান, তাতে আমার ছাত্র—মাষ্টার ম'শায়ের ভাল হ'লে তোমরা সুখী হবেনা ত কে হবে বাবা! তা হ'লে বাবা আজ আসি—দেখো বাবা আমি চলে গেলে যেন উঠে যেয়োনা—হুজুর দেখতে পেলে আমার চাকরীটুকু আর হবে না।

পাটলা। কি পড়বো মাষ্টার ম'শায়।

মাষ্টার। একটুখানি পড়লে—একটুখানি হুঁ-হুঁ করলে—কেউ না বুঝতে পারে, তোমরা পড়া ছেড়ে পালিয়েছ।

সঞ্জীব। যে আজ্ঞে মাষ্টার ম'শায়।

(মাষ্টারের প্রস্থান)

আর কি পাটলা! বামুন গেল ঘর তো নাঙ্গল তুলে ধর্। আর আমার খরগোসের বাক্স খুলে দিইগে!—

(মুরলী ও মুকুন্দের প্রবেশ)

পাটলা। ও দাদা! দেখ কাবা আসছে।

সগ্রীব। পড়তে বস্—পড়তে বস্।

মুরলী। ও মুখুয্যা! আনন্দ কি বাড়ীই করছে রে! আনন্দ ত আনন্দেই রইছে দেখছি—

মুকুন্দ। কেন রইবোন না—তোমার ভ্রাতুস্পুত্র—সে কি মূর্খ হইবার পারে!

মুরলী। বা—বা—এ যে বড়ই সুন্দর দেখছি।

(সদারামের প্রবেশ)

হঃ! তুই যে এখানে আইলি!

সদা। আজ্ঞা কর্ত্তা! এ যে আমার মনিবের ঘর!

মুকুন্দ। আরে বেয়াকুব তবে আমাগো মিথ্যা কইলি ক্যান।

সদা। কই মিথ্যা কইলাম।

মুরলী। তোরে আনন্দ বারুয্যার ঘর কোয়ানে শুধাইলাম না!

সদা। হঃ! কইলেন ত!

মুকুন্দ। তবে শালা মিথ্যা কইলি না!

সদা। আপনি ত আনন্দ বারুয্যা কইলন। হুজুর ত আনন্দ ন'ন।

মুরলী। আনন্দ ন'ন! তবে কি?

সদা। আজ্ঞা হুজুরের নাম য়্যান্-ডি বানরজী!

মুরলী। হাঃ, হাঃ—ও মুখুয্যা—এ হইল কি! আমগোর আনন্দ কলকাত্তায় আইসা য়্যাণ্ডা হইল।

মুকুন্দ। শুধু কি ম্যাণ্ডা হইল—কুকরার ম্যাণ্ডা হইল! ম্যাণ্ডাও হইল—বানরও হইল—শুনচোনা বানরজী!

পাটলা। ও দাদা—এদিকেই আসছে যে!

সঞ্জীব। আরে আসুক না কি ক'রে দেখা যাক্ না! তেমন তেমন দেখলে ছুট লাগাবো।

পাটলা। ওরা কি বলছে দাদা!

মুরলী। হঃ ত্থাখ—ত্থাখ মুকুয্যা ত্থাখ—দুইটা কমল পুষ্প একটা কাষ্ঠাধারে প্রস্ফুটিত হইছে। মরি মরি! সদারাম! ও দুটী আনন্দর কে হয় রে!

সদা। আজ্ঞা কর্ত্তা—বেটা-বেটি।

মুরলী। ও মুখুয্যা ত্থাখ—লাতী লাতনী ত্থাখ—

সঞ্জীব। ওবে—বাঙ্গাল রে!

মুকুন্দ। আরে তুমি দ্যাখ—এমন বিদ্যাধরী নাতিন মিলছে—তবে আর কাশীবাসী হইবেন ক্যান্।

সদা। হাঁ কর্ত্তা—হুজুর আপনগর কে হ'ন।

মুরলী। ভাই বিটা হয় বে বিটা।

সদা। হঃ! হুজুব আমগোর দ্যাশের মানুষ! কইলেন কি! অ স্বরূপ! কোয়ানে ছিলি—একটা মজার কথা শুনলি না?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। শুনিব কাঁই—হুজুর তুপর গোসা করিছন্তি! ইয়ে সদারাম! হুজুর নিয়া হউছন্তি। তুপর নিতাই বাবু ডাকি আনিবার কইলু, তু কৌয়াড় কইলু! তু কাঁইকে এত্তা বেলাক আইলু—

সদা। মাথা কড়ছন্তি!—হুজুরের সাথে আমাগোর কি সম্বন্ধ হালা উরিয়ার পোলা তা জানিস!

ভৃত্য। মু—খারাপ করিছু কাঁই।

সদা। আসন আন—ঠাকুরকে বসা—আমি হুজুররি সংবাদ দিবার লগে চললান। ঠাকুর—হুজুরের খুরা—পূজ্যজন—

ভৃত্য। বাবুত সাব হইছন্তি। বাপর ভাইকত মোর দেশপর দাদা কইছু—

সদা। কইছুত—কইছু—দে ঠাকুরদের বসবার আসন দে—

ভৃত্য। দাদা ত্রাদার হউছি, বাবু মানঙ্ক মাথা বিগড়ি যাউছি। আস— বাবু আস।—মু—ধাঁইকিড়ি আসন আনি দেউছি।

(প্রস্থান)

মুরলী। আর এহানে বসব ক্যান। গৃহ মধ্যি চল—

সদা। আসেন—আসেন।—

মুকুন্দ। কিরে শালী—আমাগোর বিয়া করবি!—

মুরলী। এত সুন্দরী হইছিস শালী—আমার ঘরের ধন বক্ষের ধন এত সুন্দর হইছিস—মধুর হইছিস—আর আমি বিরহ জ্বালায় জর জর হইয়া দেশ ত্যাগ করছি—কিহে নাতী—হা করিয়া দ্যাখছ কি?

মুকুন্দ। বাঙ্গাল দেখিয়া ডর পাইছ?

সঞ্জীব। তোমরা কে?

সদা। মাইন্য করেন—প্রণাম করেন—আপনকার আজ্ঞা হইছেন।

সঞ্জীব। আজ্ঞা হইছেন কি—

মুকুন্দ। বুঝাইয়া বল।

মুরলী। আমাগোর দেশের ভাষা—ভাইটা কখন ত শুনে নাই—বুঝবে কাম্ব্যা—

সদা। তোমার ঠাকুর দাদা খোকাবাবু! বাবু তোমার বাবার খুরা—

পাটলা। ও দাদা! বাবা আমাদের বাঙ্গাল!

মুরলী। ঠীক ধরছ্যা—ও মুখুয্যা শালী আমার কি বুদ্ধিমতী হে!

মুকুন্দ। হঃ—তোর বাপ যদি বাঙ্গাল হইল—তুই কি হইলি!

সঞ্জীব। আমরাও বাঙ্গাল।

মুরলী। ঠীক কয়েছিস—ভাই—ঠীক কয়েছিস। বক্ষে আয় বক্ষে আয়।

মুকুন্দ। আনন্দরে দেখবার চলেন।

মুরলী। কি পাঠ করছিলি ভাই!

সঞ্জীব। ভূগোল পড়ছিলুম।

মুরলী। একবার কি পাঠ করছিলি বল্‌না শুনি। একবার বংশধরের বাক্য শুনিয়া শ্রবণ জুরাই।

সঞ্জীব। পৃথিবীর আকার গোল।

মুরলী। হঃ! কি কইলি পৃথিবীর আকার গোল!

পাটলা। কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে।

মুকুন্দ। আবার তাতে খাপচি কাটা আছে!

সঞ্জীব। উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা।

মুরলী। হঃ আবার চাপা হইল—এ দুর্দ্দশা অইল ক্যান?

মুকুন্দ। ঘোর কলি—তাই ধরিত্রীর এই দুর্দ্দশা হইছে।

পাটলা। ঠীক কমলা লেবুর ন্যায়—

মুরলী। ও মুকুন্দ্যা আক্ষেপ করিও না—রস আছে রস আছে।

মুকুন্দ। তাইত এই রসময় লাতী হইছে ত রসময়ী লাতির হইছে—

মুরলী। তোদের নাম কি ?

সঞ্জীব। আমার নাম সঞ্জীব—এর নাম পাটলা।

মুরলী। হঃ! পাটলা!

মুকুন্দ। পাটলা ত গাভীর নাম।

সঞ্জীব। পটলডাঙ্গায় জন্ম বলে নাম পাটলা।

মুরলী। ও মুখুজ্যা—শুদ্ধ রস নয়—পিত্তনিবারক রস।

মুকুন্দ। হঃ—তাইত দেখছি!

মুরলী। যেমন জল হইতে জালা—পটল হইতে পাটলা! চল—সদারাম চল—আনন্দরে দেখার লেগে প্রাণ অধৈর্য্য হইছে—

সদা। চলেন—চলেন।

মুরলী। এই লও দাদা—এই লও দিদি—কিছু মিষ্টান্ন খাইবার লেগে—গ্রহণ কর।

মুকুন্দ। সর্ব্বস্বই তোমাগো—দ্যাখছকি তোমাগোর দাদা—তোমাগোর দেখে মুগ্ধ হইচে।—চল—চল বারুয্যা।

(সঞ্জীব ও পাটলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

পাটলা। তাইত দাদা! এত ভারী মজা হ'ল!

সঞ্জীব। মজা হইল বইলা অইল—আমরা বাঙ্গাল হইলাম—

পাটলা। ও কিরকম কথা কচ্ছ দাদা।

সঞ্জীব। চুপ দাও—আমি বাঙ্গাল হইছি—বাঙ্গালী স্ত্রী ছিলাম বাঙ্গাল পুরুষ অইছি।

পাটলা। ও দাদা—অমন ক'রে ব'লনা—

সঞ্জীব। বুঝতে পারলিনি—জাতিবাচক শব্দের উপর স্ত্রীলিঙ্গে

দীর্ঘ ঈ হয়, যথা—নদ নদী, ঘট ঘটী, কাঙ্গাল কাঙ্গালী, বাঙ্গাল বাঙ্গালী।

পাটলা। একটা করে মোহর—চল দাদা—হাতীর দাঁতের খেলনা কিনে আনি।

সঞ্জীব। তুই কিন গে যা—আমি এখনি ফুটবল কিনে আনতে চললুম।

সঞ্জীব ও পাটলা।

ব্রিঞ্জল বার্ত্তাকু কোকম্বর শশা।
পমকিন্ নাউ কুমড়ো প্লাউম্যান্ চাষা॥
এস্‌টা একটা মজার চিজ, আই এ দিলে হলেন ইজ,
উপারেতে সুগার হলো মিষ্টি হলো খাষা॥
ল্যাণ্ডে দিলে আইল্যাণ্ড একেবারে লণ্ড ভণ্ড—
শাঁশ টুকু সব বেরিয়ে গেল রইল পড়ে খোষা॥
থমস্ দিলে নূতন রস, একেবারে হঁস্ থমস্—
বিদ্যে বুদ্ধি তাতেই বস্ ভাষরে মজার ভাষা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শারদা ও আনন্দ।

আনন্দ। বা-বা! কি সুন্দরই সেজেছো শারো—একবার অধীনের সম্মুখে আয়না ধর। কমনীয়কান্তিটে একবার নিরীক্ষণ কর।

শারদা। গেরস্তর মেয়ে সংসারের কাজ কর্ম্ম করতে হবে—একি আমাদের পোষায়!

আনন্দ। আবার তুমি সংসারের কাজ করবে কি! এ বৎসর পাটের মরসুম তবু পাইনি—শেষ শেষ সময়টা—তাইতেই পাঁচ হাজার উপরি মেরে দিইছি। মরসুমে কি আর রাখবো—বাজার একধার থেকে কাটতে সুরু করবো। তোমাকে একেবারে সংসারের ওপর সংসার—তারও ওপর একেবারে তিন সংসারের মাথার ওপর রেখে দেবো। তুমি তেতালায় চেয়ার ঠেসে, টেবিল ঘেঁসে বসে, ক্ষিধের চোটে যেমন কিড়িং ক'রে বেলটিতে ঘা মারবে—অমনি গোঁফহীন দাড়ী সমন্বিত তাবকেশ্বরের মানসিক করা বাবাঠাকুর ডিসে করে একেবারে তোমার সুমুখে প্রাণী-বৃত্তান্তের পাতা খুলে ফেলবে।

শারদা। ওমা! সে আবার কি!

আনন্দ। যখন সুমুখে পড়ে তারা স্নিগ্ধনয়নে তোমার শ্রীঅধর পানে চাইবে, তখনই বুঝবে। এখন তা আর বলছিনা।

শারদা। দেখো যেন অখাদ্য ঘরের ভেতর ঢুকিয়োনা।

আনন্দ। আচ্ছা—আচ্ছা—খাদ্য কি অখাদ্য তখন তুমিই বিচার করবে।

শারদা। তা যাহোক এখন কালীঘাটে পূজো দেবার কি ব্যবস্থা করলে ?

আনন্দ। তাই করবো বলেই ত নিতাইকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

শারদা। আমি ত একটা টাকা মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রেখেছি।

আনন্দ। বটে ! মনেই ছিলনা—টাকাটা দাও তো কতকগুলো ম্যাণ্ডা আনিয়ে সিন্নি দিতে হবে।

শারদা। ওকি পাগলের মতন কইছ।

আনন্দ। দাওনা—শারো—আমার বচন ধর—এখন কালীর কাল গেছে। কালী ছেড়ে গৌর ভজ।

শারদা। ছি ! ওসব কথা কয়োনা।

আনন্দ। বেশ, এখন কইব না।—তাই ত নিতেটা করলে কি ! সাহেবদের যে বড়দিনের সওগাদ পাঠাবো—তা কি কি সওগাদ·করতে হবে—নিতেটা কবলে কি !

(নিতাইয়ের প্রবেশ।)

নিতাই। আজ্ঞে হুজুর ! নিতাই কি বসে আছে—সকাল থেকে সারাটা সহর চরকি ঘুরছি।—পেরু মটনের জন্যে গেলুম হগ-সাহেবের বাজারে, চিংড়ির কাঁকড়ার জন্যে গেলুম নতুনবাজার—কমলার জন্যে গেলুম বেলেঘাটায়। আবাব পথে আসতে আসতে রসগোল্লার কথা মনে পড়ে গেল ! আবার ছুটে বাগবাজার যেতে হ'ল। সেখান থেকে এই আসছি।

আনন্দ। সব ঠিক ?

নিতাই। আজ্ঞে সব ঠিক—বাড়ী থেকে নতুন ট্রে ক'রে সরপোষে মুড়ে একেবারে হুজুরের কাছে সাজিয়ে আনছি ! হুজুর একবার চক্ষে দেখে আমার জীবন সার্থক করবেন আসুন।

শারদা। পাড়াগাঁ হ'লে আর এত শিগ্‌গির জোট হ'ত না।

নিতাই। কেও মা! কি সুন্দর সেজেছ মা! (প্রণাম) এইবারে ঠিক হয়েছে—হুজুরের বাড়ীর বড়দিন মানিয়েছে। পাড়াগাঁর কথা বলছ—আরে ছি—সেখানে হ'লে—এত ঘোরাঘুরিতে বাঘেই খেয়ে ফেলতো—রাত চারটের সময় থেকে ঘুরছি—ঘরমুখো বাঘ কি ভালুকের মুখে পড়লে তখনি তারা আমার মাথার খীর ফলার করে ফেলতো—

আনন্দ। পাড়াগাঁ এমন!

নিতাই। কইবেন না হুজুর! কইবেন না—ও পাপ নাম মুখে আনবেন না—ও নামের ভেতরেই শিয়ালের দল হুকা হুয়া করছে।

আনন্দ। তুমি এ সব জানলে কি করে!

নিতাই। হুজুর! এ অভাগোর যে পাড়াগেঁয়ে জন্ম!

আনন্দ। বটে!

নিতাই। পাড়াগাঁয়ের দোষের কথা কি বলব। সকালে খাঁটী পাঁচসের দুধ খেয়ে একটা মাঠ পার হ'তে না হ'তেই—পেটের নাড়ী আবার যে চোঁ—সেই চোঁ—সারাদিন খেয়ে সেখানে নাড়ীর চোঁ মারতে পারলুম না। এখানে টাকায় চারসের দুধ—তাও জলে জলে ঘোরা—তার এক চুমুক খেয়ে—স্বর্ণপটপটি দিয়ে তবে পেটের বাই মারতে হয়। না খেয়ে যে দেশে মানুষে বাঁচে—এমন সহর—এখানে পাড়াগাঁয়ের নাম করতে আছে! আমাদের গ্রামের মিত্তিররে কলকেতায় এসে চাকরী ক'রে কি ফুর্ত্তি করছে দেখছেন না। তাগাদাদারেরা সকাল থেকে সন্ধে পর্য্যন্ত বাড়ীর দরজা ঠেঙাচ্ছে—আর তার গ্রামের লোক তার প্রকাণ্ড

বাগানের সমস্ত ফল পাকড় লুটেপুটে খাচ্ছে। এই আমার কি দেখেছেন না। আমি কুল্লে তিনটে পেটের জন্যে মজা ক'রে বগল বাজিয়ে হুজুরের কাছে মোসাহেবী করছি। আর আমার জ্ঞাতিরা আমার ভদ্রাসনে কষ্ট ক'রে—হাল চষে সম্বৎসরের খোরাক তুলে নিচ্ছে।

শারদা। আমার পাড়াগাঁ দেখতে বড় সাধ হয়—

আনন্দ। ছি ওকথা মুখে এনোনা—পাড়া গাঁয়ে কি মানুষে বাস করে।

নিতাই। ছি ছি! বলবেন না মা, বলবেন না। সেখানে কলের জল নেই, ট্রাম নেই, গ্যাস ইলেক্ট্রিক লাইট নেই,—পথ হাঁটতে জুতো চলবে না,—চাকরী মিলবে না—কেবল চাষ কর আর খাও। যত ভূতে বাস করে। ছি ছি। পয়সা থাকতে পাড়াগাঁ। যখন অন্ন মিলবে না, ছোট আদালতের তাড়ায় কেবল হরিণ বাড়ী আর ঘর—তখন মা লক্ষ্মী আঁচলে মুড়ী বেঁধে, মরাইয়ে ধান পুরে, পুকুরে মাছ ভরে, এই সব আমাদের মতন হতভাগাদের আদর করে ডাক দেবেন—

(মুরলী, মুকুন্দ ও সদারামের প্রবেশ)

শারদা। না একবার পাড়াগাঁটা দেখতে হচ্ছে।

সদা। দেখতে ইচ্ছে হতেছে—তাহলে দেখবেন—আইসেন আইসেন—

শারদা। ওমা এ কে গো! বাড়ীর ভেতর আসে কে গো!

(প্রস্থান)

আনন্দ। তাইত সদা! এ বাড়ীর মধ্যে কারে আনচিস্!

সদা। চিনছেন না—চিনছেন না—আপনগার খুরা!

আনন্দ। কে আমার খুড়ো বাইরে যাও—বাইরে যাও—

নিতাই। বাইরে যাও—বাইরে যাও—কে হুজুরের খুড়ো বাইরে যাও—বাইরে যাও—তাইত! সেই ঠাকুর না! ঠাকুর বাবুর খুড়ো! ও কর্ত্তা তুমি অজ পাড়াগাঁ—তুমি আমাদের কাছে সহুরে গিরি ফলাও। একটু রগড় করতে হচ্চে—হুজুর সহরের মাথা—সব চোকা চোকা কথা—কে খুড়ো, বাইরে যাও—

মুরলী। কি আনন্দ—চিনছিস্ না—তোর খুড়ো যে তোকে বক্ষে ক'রে মানুষ করেছেরে!

আনন্দ। আরে ম'ল! একি বিপদ—এযে সব সম্ভ্রম যায় দেখছি।—এই অসভ্য আমার খুড়ো জানলে—আর কি আমার পসার থাকবে!—কে তোমাকে এখানে আস্‌তে বললে?

মুরলী। মায়ার টানে আসচিরে—মায়ার টানে আসচি।

আনন্দ। যাও যাও—

নিতাই। যান—যান—বড় দিনের ছুটীতে বাবু পাঁচজন সভ্য বন্ধু নিয়ে আমোদ করবেন—তা না করে সকাল বেলা—কি বীভৎস দৃশ্য—কপালে ফোঁটা—মাথায় বৃন্দাবনী পাকড়ি—তাথেকে টিকি ঝুলছে—শুধু পা, হাতে ভীমের গদা—সর্ব্বনাশ করলে—সব আমোদ মাটী করলে—

আনন্দ। হাঁ হাঁ—বাল্যকালে একজন পূর্ব্ব বঙ্গের স্ত্রীলোক আমাকে মানুষ করেছিল বটে—কিন্তু তাতে কি—আমার খুড়ো খুড়ো কেউ নেই—

নিতাই। আয়া—আয়া—আয়ার মতন মানুষ করেছিল—কেউ নেই—হাউসওলা সাহেব বাবুর আবার টিকিওলা খুড়ো কি!

মুরলী। ও মুকুষ্যা—এ বানরটা কয় কি!

মুকুন্দ। গর্ভস্রাব—আবার কইবে কি! বানরত পাথুরে খুদেই লিখছে—চলি আইস—চলি আইস—মর্য্যাদা যাইবে। রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তান—তুই পাত ইংরাজী পড়িয়া বানর হইছে—চলি আইস—চলি আইস—

মুরলী। ও আনন্দ কইলি কিরে—সত্যই ত তুই য়্যাণ্ডা হইলি!

আনন্দ। দেখ মুখ খারাপ ক'র না।—যাও দাও ত নিতাই—দু'জনকে গোটা দুই টাকা দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও ত।

নিতাই। হুজুর হাতে ভীমের গদা—বিশেষতঃ আপনার আত্মার স্বামী—আপনি দিন।

আনন্দ। এই নাও—দু'টো টাকা নিয়ে চলে যাও—এখানে থাকবার ঠাঁই হবে না—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর! সাহেব ভাষাখণ্ড দেউছন্তি—খানসামা দেউড়ীপর খাড়া রইছন্তি।

আনন্দ। দে সাদা, বামুন দু'জনকে বিদেয় করে দরজা দে। ভ্যালা আপদ কোথা থেকে জুটলো দেখ। (প্রস্থান)

নিতাই। এ কোথায় এসেছেন প্রভু! আপনি নিষ্ঠাবান হিন্দু—এখানে কেন এসেছেন—

মুরলী। বেরই ভ্রম করছি—আনন্দ এমন বুত জানলে কি আসতাম।

নিতাই। বাবুর মাথা পাঁচশালা পড়ে খারাপ করেছে—বাবু—বাবু! ফিরে এসে গুরুজনের মর্য্যাদা রাখুন—বাবু বাবু!—

(প্রস্থান)

মুকুন্দ। আস বারুয্যা—আস—

মুরলী। অসভ্য— মূর্খ—পয়সা দিয়া আমাগোর তাড়াইছ—তোর বাড়ী প্যাচ্ছাপ করি না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(শারদা ও ঝী।)

ঝী। দেখছ কি! ফিবিয়ে আন—গুরুজন তাতে ব্রহ্মকোপ—সব যাবে—ও তুদিনের তুম তাড়াকি কিছু থাকবে না।

শারদা। তাই ত ঝী—এ পরিচ্ছদে কেমন ক'রে যাই।

ঝী। এখন ত যাও—আগে ব্রাহ্মণের রাগ থামাও—তারপর যা হয় হবে—

আনন্দ। ও শারো আমায় ধবো। বাউয়েল ফেল, সব গেল আমায় জেলে যেতে হলো।—

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

ঝী ও চাকর।

স্ত্রী। সহরকে সেলাম ঠুকে যাই চলে কাশী।

পুরুষ। মু যিব তু সাথের সাথ নিয়াড়ে গল দিব ফাসী।

স্ত্রী। যা ছিল কাঠ কুড়ানি (আমি) হতে এলুম রাণী,

পোড়া বরাত ফিরলো নাকো যে দাসী সে দাসী;

আমি এমন রূপসী,

জোর বরাতে জুটলো উড়ে ছি ছি পায় হাসি।

পুরুষ। মু তুক যে ভাল বাসি॥

স্ত্রী। আমি সেই পোঁটা চুন্নি চাল ঝাড়ুন্নি,

পুরুষ। মু পাশে বসে খাদ কসি।

স্ত্রী। চল দেশে চলে যাই,

পুরুষ। ধাঁই কিড়ি ধাঁই কিড়ি ধাঁই,

উভয়ে। লাঙ্গল ফাল পাড়ি মাঠ খাকু হাল চষি।

চতুর্থ দৃশ্য।

মুরলী ও মুকুন্দ।

মুকুন্দ। চলে চল--

(শারদা মুরলীর সম্মুখে যাইয়া প্রণাম)

মুকুন্দ। আরে ম্যাম ছুঁইছে - জাতি গেল—জাতি গেল—

শারদা। ঠাকুর! ক্রোধ করবেন না—আমি আপনার অভাগিনী কন্যা।

মুরলী। কে মা তুই! আনন্দের বধু— একি বেশ করছিস মা!

শারদা। ঠাকুর এখনি ত্যাগ করছি—

মুরলী। রামেশ্বর ঠাকুরের বংশের কুলবধূ—মা লক্ষ্মীর মতন রূপ—একি বিজাতীয় সাজ সেজেছিস মা!

শারদা। বাবা! এখনি আপনার সম্মুখে পুড়িয়ে ফেলছি। আজ স্বামীর আদেশে এ বেশ প্রথম পরেছি—ভগবানরূপে আপনি আমাকে রক্ষা করতে এসেছেন—আমাদের বংশমর্য্যাদা রক্ষা করতে এসেছেন। আপনি যে প্রায়শ্চিত্তের আদেশ করবেন, তাই করছি। তবু মুর্খ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ত্যাগ করতে পারবেন না।

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। এস বাবা এসো—জাত সাপ ঢোঁড়া হ'লে যে যুগ উলটে যাবে। দয়া কর বাবা দয়া কর—

মুরলী। ও মুকুন্দ্যা—মায়ের মধুর বচন শুনিয়া আবার যে হৃদয় দ্রব হইয়া গেল।

ঝী। মা বড় ভাল মা বড় ভাল—যেয়ো নি বাবা—অকল্যেণ কর'নি বাবা অকল্যেণ ক'র নি—

মুকুন্দ। জোননীর অপরাধ কি—ছাশের শালার স্বামী গুলাইত—মাগীগুলাবে খারাপ করছে।

(পাটলা ও সজ্ঞাবের প্রবেশ)

উভয়ে। সে কি দাদাজী! কোথায় যাবে! যেখানে যাবে আমরা তোমার সঙ্গে যাব—

মুরলী। ও মুকুন্দ্যা আবার মায়ায় জড়াইলাম।

মুকুন্দ। আমারও ত তাই হইল মূর্খ পুত্র—তানার উপর ক্রোধ কইরা কি হইবে—জননী! তোমার স্বামী বুত অইলে কি হয়, তুমি সদ্‌বংশের কন্যা—

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। মা! তোমার পুণ্যে—তোমার স্বামী আজ সর্ব্বনাশ থেকে রক্ষা পেলে—আমি পথে যা শুনে এসেছি—ভয়ানক কথা—বলতে সাহস করছিনি—

শারদা। কি বল—গুরু ত্যাগ করতে চলেছেন, তার চেয়ে কি আর সর্ব্বনাশ হবে।

নিতাই। বাউএল কোম্পানী শুনছি ফেল হয়েছে—এই বড়-দিনের বন্দেই—একেবারে আফিস বন্ধ।

শারদা। তা হলে ত আমরা পথের ভিখারী হয়েছি—

নিতাই। এই ক'বৎসর ধরে লোকসান দিচ্ছিল—কিন্তু চুপি-চুপি ঠাট বজায় রেখেছিল—আমার বাবুকে কতকটা ঠকিয়ে লাভ দেখিয়ে তারে দিয়েই কারবার চালিয়েছিল। এবার পাটের বাজার একদম নেমে গেছে। মগরাহাটে সাত গুদম চাল পূরে ছিল, সব পচে ভ্যাটভেটে হয়ে গেছে।

মুরলী। বেশ হয়েছে—আনন্দ এতকাল চাকরী করে কি করল ?

শারদা। কিছু না পিতা—যা উপার্জ্জন করেন, তা কেবল খাওয়া আব বাবুয়ানাতেই ফুরিয়ে যায়—

মুকুন্দ। তবে ত বুতের ব্যাগার খাটছে—

নিতাই। সবাই তাই করছে দেবতা—সবাই ভূতের ব্যাগার খাটছে—আনছে, নিচ্ছে, খাচ্ছে—আর যেই চোক বুজছে অমনি সব ফাঁক। স্ত্রী অমনি ডিস্‌ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল্ ফণ্ডে ছুটো পাঁচটা ছেলে মেয়ের হাত ধরে দরখাস্ত পেষ করছে। ৩ হাজার টাকা থেকে আরম্ভ ক'রে দশ টাকার কেরাণী পর্য্যন্ত সবার আজকাল ভূতের ব্যাগার।

মুরলী। বেশ হইছে—আবার বাছা ধনরা দেশে ফিরে—চাষে আইস।

শারদা। আমারত সব গেল নিতাই !

মুরলী। তোমার কি যাইবে জননী! তোমার পুত্র কন্যার লগে আমি মাসিক আড়াই হাজার টাকা আয় রাখছি—শালা শালিরা তার কত খাইবে !

শারদা। দয়াময় নারায়ণ ! কোথা থেকে কন্যাকে রক্ষা করতে

এলে। আমার যে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মুকন্দ। মুর্খ আমাগোর ভিখারী জ্ঞান কইরা দুইটা টাকা ছুরিয়া দিল।

সঞ্জীব। অপরাধ হয়েছে দাদা! অপরাধ হয়েছে—আমি বাবার হইয়া নাক মর্দ্দন করছি—

মুকুন্দ। দূর শালা—বাঙ্গাল দেখ্যা, আমাগোর তামাসা কর।

সঞ্জীব। দাদা—দাদা আমিও তোমাদের সাথে বাঙ্গাল হইছি।

মুরলী। তবে চল শালা কলকাত্তা ছাইরা আমাগোর হ্যাশে চল।

সঞ্জীব। চল দাদা—আমাদের দেশে যাই।

নিতাই। বল্লুম ত মা! তোমার পুণ্যে তোমার স্বামী রক্ষা পেয়ে গেলেন।

মুরলী। তোমারই পুণ্যটা কম কি, তুমিও দাওয়ান হইলে—

সদা। আর আমার ক্ষুর চাঁচা বরাত—আমি খানসামাই রইলাম।

মুকন্দ। তা কর্‌বি ক্যান—হ্যাশে যাইয়া ক্ষুর লইয়া তোর মনিবের মত ব্যাকুবগুলার মাথা ক্ষাউরা কর্‌বা—হ্যাশে অনেক বুত হইছে। তোর অনেক টাকা উপার্জ্জন হইবে।



পঞ্চম দৃশ্য।

ধর্ম্মতলার মোড়।

বিলাসিনীগণ।

সহর ছেড়ে কেমন করে যাব পাড়া গাঁ।
ঘুরছে মাথা টল্‌ছে গা চরণ চলেনা॥
সরছে নাকো মন
প্রাণে বাঁধছে নাক স্বর
সেথা নাহিক যে ইস্‌ কর্ণওয়ালিস, বাগান আলিপুর;
বুট দিয়ে পায় চলবো কোথায় এক হাঁটু কাদা॥
গ্যাসের আলো নাইক পার্ক
দিবানিশি কেবল ডার্ক
খেতে হবে ধানে ভাতে হজম হবেনা।
পানা পুকুর বুক গুর গুর কে নাবে বাবা॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আফিসের সম্মুখস্থ বাগান।

(জনতা)

১ম নাগরিক। ও কেউ টের পেলে না গা!—ভেতর ভেতর জাল গুটুচ্ছে কেউ ধরতে পারলে না।

২য় না। অনেক লোককে ফাঁসিয়ে গেছে।

(নিতাই ও আনন্দের প্রবেশ)

আনন্দ। ও বাবা কি হ'ল—ও সাহেব কি করলে।

১ম না। এইরে এন, ডি, ব্যানার্জী আসছে।

আনন্দ। ও সাহেব—ও বাউয়েল সাহেব—

১ম না। আর সাহেব—সাহেব—এতক্ষণ কলম্বো!

আনন্দ।- তাই ত কি সর্ব্বনাশ হল। আমার ঘাড়ে দেনা চাপাবে ব'লে—আমাকে সেদিন চালাকি করে পাঁচ হাজার লাভ দিয়ে দিলে। ও বাবা বাড়ী ঘর সব বাঁধা দিয়ে, স্ত্রীর যাকিছু ছিল, তাই নিয়ে যে মুচ্ছুদ্দিগিরি নিয়েছি গো!

নিতাই। ও সাহেব! তোমার ভেঁটকি মাছ পচছে যে হে—তোমার পেরু যে চিলি দেশে উড়ে গেল—ও সাহেব কি করলে। বাবু যে সকাল বেলায় ছুটো বামুনকে দু'টো টাকা ঠক ক'রে বকসিস দিয়ে পুণ্যি করে এলো গো। তার ফল এই হ'ল।

আনন্দ। ও নিতাই কি হবে।

নিতাই। হরিণ বাড়ী হবে, আর কি হবে—মেয়ে ছেলে গুলো পথে ভিক্ষে মেগে খাবে—

আনন্দ। য়্যাঁ—এই আমার চাকরীর পরিণাম।

নিতাই। নকরীর চিরকালই—এই পরিনাম—বড় জোর দুপুরুষ—বাবু—তোমার হবু বেই ডিপুটীর পোর বাড়ী দেনায় বিক্রী হয়ে গেছে।

আনন্দ। আমারও যে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয় নিতাই।

নিতাই। বাঁচা যায়—

আনন্দ। কি বললি নিষ্ঠুর।

নিতাই। ও নিষ্ঠুরেও যা বলবে ছুরেও তাই বলবে।

(মহাজনগণের প্রবেশ)

১ম মহা। মুচ্ছুদ্দি কোয়ানে গেল!—

২য় মহা। মুচ্ছুদ্দি শালা কাঁহা গিয়া। এই যে—

১ম মহা। শালার পুৎ য়্যাণ্ডা হইছে—

নিতাই। দেখ্ শালারা বাবুকে গাল দিস্‌নি।

১ম মহা। গালি দিব না ?

২য় মহা। গারি কাহে নেই দেগা !

১ম মহা। আমাগোর দয়ে মজাইছে—গালি দিব না ?

নিতাই। শালারা পয়সা পাবি, পয়সা নিবি—বাবু কে গাল দিবি কি—ফের যদি গাল দিবি, তাহ'লে এক চড়ে তোদের গদিয়ানির অবসান করে দেবো।

১ম মহা। টাকা দিবেন—হাঁ বাবু! টাকা দিবেন—

নিতাই। টাকা দেবেন না ত কি—তেলি শুঁড়ির পয়সা বাবু ঘরে রাখবেন। গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে তবে টাকা ঘরে তুলতে হয়। নইলে কার সাধ্যি বাবা, তোমাদের টাকা হজম করে।

(মুরলী ও মুকুন্দের প্রবেশ)

মুরলী। কি হইছে ?

নিতাই। এই বাবুর কাছে টাকায় তর্ষী ক'রে এই শকুনি বেটারা গাল পাড়ছে।

মুরলী। কত টাকা—

১ম। আইজ্ঞা—সর্ব্বশুদ্ধ কিছু কম লক্ষ হইবে।

মুরলী। সবে মাত্র লক্ষ—আর নয় !

মুকুন্দ। তার লগে আনন্দিরে গাল পারতিছে কোন শালা রে !

নিতাই। সব শালাই করছে।

মুকুন্দ। বারুয্যা—বাহির কর।

(মুরলী উষ্ণীশ হইতে নোট বাহির করণ)

সকলে। তাই ত একি রে—ধুগড়ির ভেতর খাসা চাল।

মুরলী। এই লও মুখুয্যা লক্ষ।

মুকুন্দ। এই লও—সই করিয়া মুদ্রা লও।

২য় ম। হামারা দশ হাজার হ্যায়—

নিতাই। নে শালা—যক্ষি শালারা, শকুনি শালারা নে। তোদের যেন জন্মজন্ম নিতেই হয়—কাউকে দিতে না হয়!

মুরলী। ওঠ আনন্দ—ওঠ—বেলা হইচে—মুখ শুষ্ক হইচে—মা রোদন করচেন গৃহে চল।

আনন্দ। খুড়ো ম'শায়—পিসে ম'শায়! অন্ধের চক্ষে আপনাদের যে চিনতে পারিনি—বড়ই অপমান করেছি!

মুরলী। কি করিছ—

মুকুন্দ। পুত্র তুমি—উঠ।

আনন্দ। তাই ত কি করেছি!

মুরলী। কিছু কর নাই—উঠ।

নিতাই। এখনও চিনতে পারনি বাবু! এখানে থাকলে পারবে না। সেই কর্দ্দমাক্ত কোমল মৃত্তিকার স্পর্শ না পেলে এ কুহকময় সহরে জ্ঞান ফিরবে না—সেই কেদারবাহিনী নদীর স্নিগ্ধ জল চোখে না দিলে দৃষ্টি ফিরবে না।

মুরলী। (১ম মহাজনের প্রতি) তুই কেডারে? তোরে যেন চিনি চিনি করছি—তুই কেডা।

১ম মহা। আমি বুদ্ধিহরণ।

মুরলী। চিত্তহরণের ছাওয়াল বুদ্ধিহরণ?

১ম মহা। আইজ্ঞা হ। তিনি হন কে?

মুকুন্দ। কোতল পুরের বারুয্যা—

১ম মহা। হঃ! আমাগোর রাজা! তিনি হনকে!

মুরলী। আমার ভ্রাতুস্পুত্ররে বিটা!

১ম মহা। হঃ! করলাম কি! মুয়ে আগুন দ্যালাম। বাবু আপনার ভ্রাতুস্পুত্র! আমি জানতাম বাবু কলকাত্তাই।

মুকুন্দ। তোরাও ত কলকাত্তাই হইছিস্—তুচ্ছ অর্থলোভে ব্রাহ্মণেরে গালি পারছিস্।

১ম মহা। কি করলাম—মুয়ে আগুন দ্যালাম। আমি অর্থ লইমু না।

মুরলী। অর্থ লইবে না ক্যান—ধর্ম্মতঃ অর্থ প্রাপ্য—লইবে না ক্যান— আমারে ঋণী করবা।

মুকুন্দ। তবে নাকে খৎ দাও—ব্রাহ্মণেরে আর কটু কথা কইবে না।

নিতাই। আর তুমিও বাবু নাকে খৎ দাও—এমন দেবতা খুল্লতাতের চরণ ধর আর ছেড়ো না। আর সকলকে বলি ভাই সব—যাদের দেশ আছে—যাদের চাকরী থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য—তারা দেশে যাও। মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে নগ্নদেহে নগ্নপদে মা বসুমতীর সেবা কর—মা ভারে ভারে ধন ধান্যের ডালা নিয়ে তোমাদের তৃপ্তি সাধন করবেন।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

শিরে লয়ে ডালা এস মা কমলা—
আশিষ ঢালিয়ে দাও মা।
অনাহারে সারা শিশু দিশে হারা
করুণা নয়নে চাও মা।
কমল কর মা বুলায়ে দাও
সব দুঃখ জ্বালা তুলে মা নাও
সুখ শান্তি ছায়া সুধু দুটী খাওয়া—
খেতে দাও খেতে দাও মা।
ঘুচাও বিষাদ শত অপরাধ—
ভুলে যাও ভুলে যাও মা।

যবনিকা।